দৈনিক সংবাদ

FEB. 29 2000

তারিখ FEB 26 2000
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

যে ঘটনা সংখ্যালঘুদের আতঙ্কগ্রস্ত করে

দেশে হত্যা খুন চাঁদাবাজি ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা সংখ্যালঘুদের বিশেষভাবে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। নিরাপত্তাহীনতার কারণে এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেরা চরম অসহায় ও বিপন্ন বোধ করে থাকেন। অনেকে স্বদেশের মায়া কাটিয়ে চিরতরে দেশান্তরীও হন। সম্প্রতি কুমিল্লার এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী প্রফুল্ল কুমার দে চাঁদাবাজদের খপ্পরে অতিষ্ঠ হয়ে 'নিখোঁজ' হয়েছেন। দেশের বিখ্যাত ওষুধ ব্যবসায়ী, বাংলাদেশ ড্রাগিস্ট এন্ড কেমিস্ট সমিতি কুমিল্লা শাখার সহ-সভাপতি প্রফুল্ল কুমার দে ও তার পরিবারকে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি সন্ত্রাসীদের ভয়ে দেশান্তরী হয়েছেন বলে কেউ কেউ ধারণা করছেন। উল্লেখ্য প্রায় এক সপ্তাহ আগে একদল সন্ত্রাসী তার কাছে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছিল। প্রফুল্ল দে বাধ্য হয়ে ৩ লাখ টাকা চাঁদা ওই সন্ত্রাসীদের দিয়েছিলেনও। এই ঘটনার পরই তিনি ও তার পরিবার নিখোঁজ হয়ে যান।

ওদিকে গত ৩০শে জানুয়ারি রাত ১টায় মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার হলদিয়া গ্রামের শংকর চন্দ্র ঘোষের বাড়িতে ঢুকে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা তার পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ুয়া কিশোর ছেলে দীপনকে হত্যা করেছে। নগদ ১ লাখ টাকা, ৩০ ভরি স্বর্ণালংকারসহ লুট করেছে ৩ লাখ টাকার মালামাল। সন্ত্রাসীরা যাওয়ার সময় নিহত দীপনের প্রবাসী কাকার স্ত্রী ভারতীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং সবাইকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়।

এই ঘটনায় লৌহজং থানার বিভিন্ন গ্রামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। হত্যাকারীরা চিহ্নিত সন্ত্রাসী এবং ডাকাতি করতে গিয়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটালেও সন্ত্রাসী ডাকাতদের আশ্রয়দানকারী একটি প্রভাবশালী মহল অতীতে বিভিন্ন সময়ে সংখ্যালঘুদের জোরপূর্বক দেশত্যাগে বাধ্য করে সম্পত্তি দখলসহ বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এসব অপকর্মের মূল হোতা হিসেবে এক সংসদ সদস্যের নাম এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়। প্রভাবশালী ওই ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি গোষ্ঠী লৌহজং থানায় বিশাল এক সশস্ত্র সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে। ওই বাহিনীর সন্ত্রাসীরা এলাকায় ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন, বাড়ি দখলসহ ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে। সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতনের ভয়ে নিরীহ লোকজন প্রতিবাদের সাহস পায় না। আর তাদের দুঃসাহসও তাই বেড়ে যায়। ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। আরো বেশ ক'জন পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে ঘোরাফেরা করছে বলে জানা গেছে। আমরা এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত অনুষ্ঠান এবং দোষীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানাই। এ ধরনের ঘৃণ্য সামাজিক অপরাধ দমন করতে প্রশাসনকেই কঠোর মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষকে খুন করে, সকলকে আতঙ্কগ্রস্ত করে সম্পত্তি লুটপাটের ঘটনায় যারা যুক্ত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। এদেশে দীর্ঘদিন ধরেই একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি হরণের মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। এই গোষ্ঠী অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে হীনমানসিকতার বশবর্তী হয়ে দেশ ও সমাজকে কলুষিত করে চলেছে। এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও সংবিধানের মূল চেতনার পরিপন্থী। এই প্রবণতাকে এখনই দমন না করলে অশুভ মানসিকতার কাছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং প্রতিটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আত্মমর্যাদা ও সম্মানসহ বেঁচে থাকার অধিকার ভূলুণ্ঠিত হতে বাধ্য। মানবতার স্বার্থে, সংবিধানের ঘোষণা অক্ষুণ্ন রক্ষার স্বার্থেই এদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর সকল রকম দমন- পীড়ন হয়রানি- ভীতি- নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। স্বাধীনতার পর বেশিরভাগ সময় বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল অশুভ শক্তি এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন ছিল। তারা মুখে সংখ্যালঘুদের স্বার্থের কথা বললেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হয়রানি- নির্যাতন ভীতি প্রদর্শনকেই মদদ যুগিয়েছে। রাজনৈতিকভাবেও এদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চক্রান্ত চলেছে এবং চলছে। এছাড়া অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পরেও এদেশে অর্পিত সম্পত্তি আইনের নামে হয়রানি বন্ধ হয়নি। এই অপ-আইনটি এখনো চালু আছে। এই অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে ভূমির ওপর সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করা যায়নি। আর তাই তাদের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা সব সময় কাজ করে। এই নিরাপত্তাহীনতা বোধই সংখ্যালঘুদের ব্যাপক হারে দেশত্যাগে উৎসাহিত করছে।

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সংখ্যালঘুদের মনে সাহস ফিরিয়ে আনতে হবে। তাদের নিরাপত্তাহীনতা, আতঙ্ক দূর করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সরকারকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।